অরোরার নিবেদন

পথের সাথী

1-3-46

"পথের সাথী"

কাহিনী :
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

পরিচালক :
শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র

গীতকার :
শ্রীশৈলেন রায়

সঙ্গীত :
দুর্গা সেন

কুশীলবগণ

অমর মাষ্টার	...	নরেশ চন্দ্র মিত্র
বসন্ত সেন	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
শরদিন্দু	...	ইন্দু মুখোঃ
শশাঙ্ক	...	জহর গাঙ্গুলী
হিরণ্ময়	...	মিহির ভট্টাচার্য্য

ইত্যাদি

—

রুবী	...	রেণুকা রায়
শোভা	...	সন্ধ্যারাণী
মলি	...	লীলা
বড় বৌ	...	রাজলক্ষ্মী
ছোট বৌ	...	বেলা
অমর মাষ্টারের স্ত্রী	...	সুহাসিনী

ইত্যাদি

নির্ম্মাতৃগণ—
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের কর্ম্মিবৃন্দ

মূল্য দুই আনা

পথের সাথী

(কাহিনী)

প্রথমা স্ত্রীকে বন্ধ্যা সাব্যস্ত করিয়া জমিদার বসন্ত সেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ঠিক তারপরেই জানা গেল প্রথমা অন্তঃসত্ত্বা। বড় বৌ তাঁর পুত্র শরদিন্দু ও পুত্রবধু প্রতিমা এবং ছোট বৌ, তাঁর পুত্র শশাঙ্ক আর কন্যা শোভা— এই লইয়া বসন্ত সেনের সংসার।

শরদিন্দু অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে স্ত্রী প্রতিমাকে নিয়ে কলা চর্চ্চা করে। ছোট ছেলে শশাঙ্ক এম, এ, পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কন্যা শোভারাণী সদ্য বিবাহিতা, এখনও শ্বশুর ঘর করতে যায়নি।

ছোট গিন্নীর নিজের পেটের ছেলেমেয়েরা বড় একটা তাঁর দিকে ঘেঁসে না। বড়মা বলতে তারা অজ্ঞান। এই কারণেই শরদিন্দু আর বৌ প্রতিমা ছাই চাপা আগুণের মত গুম্‌রে আছে। ছুতো পেলেই ছোটমার কাছে গিয়ে লাগাতে কসুর করে না।

ছোট গিন্নীর বাবা শশাঙ্কর জন্য সম্বন্ধ এনেছেন, রুকুমপুর রাজার একমাত্র কন্যার সঙ্গে। ছোট গিন্নী বল্‌লেন 'শুভস্য শীঘ্রম্'। বড় গিন্নী বল্‌লেন মেয়ে দেখে পাকাপাকি করে রাখা যাক্, পরীক্ষা হয়ে গেলে বিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু শশাঙ্ক পাশ করা মেয়ে না হলে বিয়ে করবে না। শোভা প্রস্তাব করলে তার বন্ধুর জন্য —সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়ে "করবী গুপ্তা" ওরফে রুবী।

রুবীর বাবা অমর গুপ্ত বিশ বছর স্কুল মাষ্টারী করছেন। আপনভোলা লোক। আর মা নর্ম্মদার ভাবনা মেয়ের বিয়ের। রুবী এদিকে দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তুলে দেবে বলে কলেজের মেয়েদের নিয়ে একটা চ্যারিটী শো-এর ব্যবস্থা করেছে। টিকিট বেচতে আর শো-এর জন্য একটি মুকুট ধার করতে এল শোভাদের বাড়ীতে।

শোভা রুবীকে এনে হাজীর করলে শশাঙ্কর সামনে, শশাঙ্ক মুগ্ধ হোল। বড় মা রুবীকে দেখে বল্‌লেন—"শোভারাণীর পছন্দ আছে সত্যি বৌ করবার মতই মেয়ে বটে।"

রুবী ফিরে এসে নিজের ঘরটীতে বসে মুকুট দেখছে আর কি জানি কি ভাব্‌ছে। মা এলেন ঘরে, মুকুট দেখে অবাক হয়ে বল্‌লেন—"এ আবার কোথা থেকে নিয়ে এলি রুবী?" সব শুনে মা ছুটে গেলেন কর্ত্তাকে শুভ সংবাদ দিতে—অমর বাবু খুসী না হয়ে চটে বল্‌লেন "রুবীকে যেন প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। বসন্ত সেন ব্যাধিগ্রস্ত বড়লোক। লোকটার দুই বিয়ে, দুটী স্ত্রীই বর্ত্তমান, ওখানে মেয়ের বিয়ে হতেই পারে না।"

অমর গুপ্তর বাল্য-বন্ধু হাইকোর্টের বড় উকীল কালী সেনের ছেলে হিরণ্ময় সম্প্রতি বিলেত থেকে আই, সি, এস পাশ করে ফিরেছে। ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগেই কালী বাবু একরকম পাকাপাকি করে রেখেছেন রুবীকে তাঁর পুত্রবধু করবেন।

অমর বাবুর বাড়ীতে হিরণ্ময় এসেছিল তার মা সুমতি ও বোন মলিকে নিয়ে। হিরণ্ময়ের মা ও মলি রুবীর মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করবার জন্য ধরে বসল। এদিকে কথা প্রসঙ্গে রুবী হিরণ্ময়কে বল্‌লে —"বাংলায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দুর্গত-দের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করেছে, বিয়ে সে করবে না। তবে একজন পথের সাথী পেলে সে খুসী হবে, যে তাকে কাজে উৎসাহ দেবে, সাহায্য করবে।" হিরণ্ময় বুঝলে দু'বৎসরে রুবীর মনের ও মতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শশাঙ্ক আর শোভা এসেছে অমর বাবুর বাড়ীতে। শোভার কথাবার্ত্তায় হিরণ্ময়, সুমতি ও মলি বুঝতে পারল শশাঙ্কের সঙ্গে রুবীর বিয়ের কথা হয়েছে।

তারা একটু অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে অপমান বোধ করে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু তারপর অমর বাবুও স্পষ্ট করে শশাঙ্ককে জানিয়ে দিলেন যে "তিনি চান্‌না শশাঙ্ক আবার তাঁর বাড়ীতে আসে ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে।" শশাঙ্ক ও শোভা অপমানিত হয়ে ফিরে গেল।

অমর বাবু যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন মেয়ের মুখ চেয়ে তিনি নিজেই গেলেন বসন্ত বাবুর কাছে ও শশাঙ্কর সঙ্গে রুবীর বিয়ের প্রস্তাব কর্‌লেন। উত্তরে বসন্ত বাবু বল্‌লেন "আপনি যখন দরিদ্র তখন দরিদ্রের ঘরেই জামাতার সন্ধান করুন।"

অপমানিত হয়ে অমর বাবু বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে জানালেন "জীবনে এমন অপমান কেউ তাকে করে নি। তিনি এখনই কালী বাবুর বাড়ীতে যাচ্ছেন হিরণ্ময়ের সঙ্গে রুবীর বিয়ের পাকাপাকি করতে। নর্ম্মদা ও রুবী গেল তাঁর সঙ্গে।

কালী বাবুর বাড়ী গিয়ে অমর বাবু হিরণ্ময়ের মার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা বিয়ের দিন স্থির করে ফেল্‌লেন। কিন্তু আবার বিপদ হোল—রুবীর সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তার পরে হিরণ্ময় জানালে "রুবীর সঙ্গে তার বিয়ে হোতে পারে না—রুবী তার ছোট বোন।" সর্ব্বনাশ! কথা শুনে অমর বাবু ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে বল্‌লেন—"এইবার তোমরা সকলে মিলে আমাকে রাঁচী পাঠাবার ব্যবস্থা কোরছ"।

এদিকে রুবীকে বিয়ে করবার একমাত্র জেদই শশাঙ্কর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর কারণ ও পিতার উইল অনুসারে সম্পত্তি থেকেও শশাঙ্ক বঞ্চিত হোল।

তারপর কি হোল ?

—কে পথের সাথী হোল ? ? ?

— সঙ্গীতাংশ —

১নং **'রুবী'**—

জানিনা তাহারে জানিনা তবু অজানা যেন সে নয়
বাহিরে সে ধরা দেবেনা তাই হৃদয় ভরিয়া রয়।
আমার প্রভাত রাঙ্গালো সে,
আমার মুকুল জাগাল সে,
জীবন-পদ্মে সে যেন আমার প্রথম সূর্য্যোদয়
অজানা যেন সে নয়।
পাখীর কণ্ঠে শুনেছি তাহার আমার লাগি যে গান,
চাঁদ হয়ে সে যে তারি জ্যোছনায় আমারে করায় স্নান,
ফাগুণ দিনের সমীরণে,
মোরে ছুঁয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
কমনে লুকাব গোপন গন্ধ, সে যে অন্তরময়
অজানা যেন সে নয়॥

২নং—**'শোভা'**

সাজ সুন্দরী সাজ সাজ সাজ
তব যৌবন বাঁশরীর ছন্দে
অনুখন সুরে সুরে বাজো॥
দেহ যমুনার তীরে তীরে
নীলবাসখানি দেও ঘিরে
দক্ষিণা সমীরে মিলনের স্বপ্নে
ভেসে আসে আজো আজো॥
নয়নে কাজল রেখা টানি
ওগো রাণী ওগো রাণী
শিথিল অলকে তব বাঁধ নব নব
মল্লিকা মালাখানি॥
মালা গাঁথি মুকুতার দলে
পর রাণী পর তব গলে
হৃদয় হারাবে যদি, কেন এ কুণ্ঠা
ভোলো ভয় ভোলো লাজ॥

৩নং—'রুবী ও মেয়েরা'

জাগো, জাগো, জাগো—
জাগো সুপ্তিমগন চিরনিদ্রিত পৌরুষ জাগো জাগো।
জাগো মানবতা, অন্ধরাতের তিমির দুয়ার ভাঙ্গো।
ধরণী আজিকে কলঙ্কে হল কালো,
মানুষ ভুলেছে মানুষে বাসিতে ভালো,
পুরানো দিনের সূর্য্যের আলো, এ কালো ঘুচায় নাকো।
চরণ থাকিতে পঙ্গু কেন গো, নয়ন থাকিতে অন্ধ,
শক্তি থাকিতে কেন গো তোমরা, ভয়ের শিকলে বন্ধ,
তোমাদেরও আছে বাঁচিবার অধিকার,
এই অনশন এ নহে দুর্নিবার,
কেড়ে নিতে হবে শ্রমের ফসল, কার মুখ চেয়ে থাকো।
ধরণী আজিও হয়নি বন্ধ্যা, মাঠে মাঠে ফলে ধান,
নিষ্ফল শুধু মানুষ আজিকে, দয়াহীন তার প্রাণ,
মানুষ মরেছে মানুষের লোভে,
কাঁদে সভ্যতা লজ্জায় ক্ষোভে,
মুক্তি দেবতা সে'ত দূরে নয়, শক্তি সাহস রাখো।

৪নং—'রুবী'

ওগো ও নতুন দিনের কবি,
কোন গানে লিখিবে আজি বেদনার অকরুণ ছবি।
ঐ যারা ভেঙ্গে পড়ে, খেলা ভাঙ্গা খেলাঘরে,
হারাবার পথে পথে, ঐ যারা হারায়েছে সবি।
ঐ যারা ভুলে গেছে গান, ঐ যারা হারায়েছে হাসি,
তাদের বেদনা লয়ে, আজ কবি ধর তুমি বাঁশী,
ফাগুণ না দিতে ধরা, সুরু যার ফুল ঝরা,
যাদের মনের নভে জাগিল না কভু সুখ রবি।

১২৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং বান্ধব প্রেসে মুদ্রিত।